প্রথম আলো

18 DEC 2005

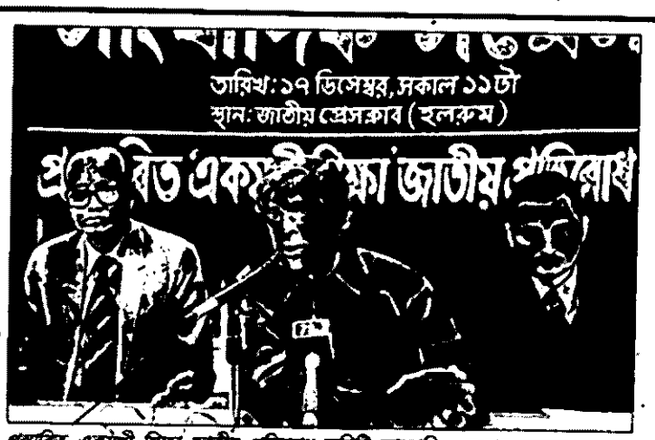

প্রস্তাবিত একমুখী শিক্ষা জাতীয় প্রতিরোধ কমিটি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল (মাঝে) —প্রথম আলো

একমুখী শিক্ষা প্রতিরোধ কমিটির সংবাদ সম্মেলন

বিজ্ঞানভিত্তিক ও গণমুখী শিক্ষা কাঠামো তৈরির ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রস্তাবিত একমুখী শিক্ষা জাতীয় প্রতিরোধ কমিটি সবার জন্য গ্রহণযোগ্য একটি বিজ্ঞানভিত্তিক ও গণমুখী শিক্ষা কাঠামো তৈরির ঘোষণা দিয়েছে। আর একমুখী শিক্ষার নামে ৫০০ কোটি টাকা খরচকে অপচয় উল্লেখ করে এর সঙ্গে জড়িতদের সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ারও আহ্বান জানিয়েছে কমিটি। অন্যথায় প্রতিরোধ কমিটি গণতদন্ত কমিশন গঠন করে অপরাধীদের পরিচয় জাতির সামনে তুলে ধরবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে একমুখী শিক্ষা জাতীয় প্রতিরোধ কমিটি এসব ঘোষণার পাশাপাশি একমুখী শিক্ষা কেবল এক বছরের জন্য স্থগিত না, পুরোপুরি বাতিলের দাবি জানিয়েছে। সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, একমুখী শিক্ষার নামে তথাকথিত ও ভয়ঙ্কর শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দিলে শিক্ষাব্যবস্থা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যেত। শিক্ষা নিয়ে দলীয়করণ, দুর্নীতি আর বাণিজ্যের ষোলকলা পূর্ণ হয়ে যেত। একমুখী শিক্ষা পুরোপুরি বাতিলের যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলা হয়, যে ষড়যন্ত্রমূলক সিদ্ধান্ত এখন জাতির জন্য অশুভ, এক বছর পর তা হঠাৎ করে শুভ হয়ে যাবে না। এটি বাতিল না করা পর্যন্ত সচেতন নাগরিকরা শান্ত হবেন না বলে কমিটির নেতারা উল্লেখ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, প্রবীণ শিক্ষক নেতা ড. ম আখতারুজ্জামান, জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ এম এ আউয়াল সিদ্দিকী, শিক্ষক নেতা মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, আসাদুল হক, এম এ বারী, সুশান্ত দাস, রবি হালদার, অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম সাজু, শামসুল আলম, মোহাম্মদ আলী প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে একমুখী শিক্ষা নিয়ে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য না দেওয়ার জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ জানানো হয়। এর পাশাপাশি বিষয়টি সম্পর্কে জাতীয় বিতর্কে অংশ নেওয়ার প্রস্তাব শিক্ষামন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।

প্রতিরোধ কমিটির নেতারা সময়মতো ছাত্রছাত্রীরা যাতে পাঠ্যপুস্তক পেতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান। তারা বলেন, শিক্ষা ধ্বংস করে দেশটিকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য যখনই কেউ শিক্ষাব্যবস্থার ওপর হাত দেবে তখনই রুখে দাঁড়ানো হবে, বুক দিয়ে আগলে রাখা হবে ছাত্রছাত্রীদের।

অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, কোনো রাজনৈতিক কারণে তারা এ আন্দোলন করেননি।